দৈনিক ইত্তেফাক

১০ 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত

সালাহ্উদ্দিন মোঃ রেজা, চট্টগ্রাম অফিস ॥ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ২০০১ সালের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশে প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তারা সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি-পরায়ণ। দুর্নীতির কারণে গত ২০০১ সালে সরকারের ক্ষতি হয় ১১ হাজার ২৫৬ কোটি টাকা। যা ১৯৯৯-২০০০ সালের জিডিপি'র শতকরা ৪ দশমিক ৭৫ ভাগ। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) ২০০২ সালের দুর্নীতির তথ্যভান্ডার সম্পর্কিত রিপোর্টে আরো বলা হয়, তাদের গবেষণায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত বলে চিহ্নিত হয়েছে। এই সংস্থার অধীনে রয়েছে পুলিশ, বিডিআর, আনসার ও ভিডিপি। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পর দ্বিতীয় দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হচ্ছে শিক্ষা। এরপর রয়েছে স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য এবং বন ও পরিবেশ। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, নীচ থেকে শুরু করে উঁচু পর্যন্ত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাই কম-বেশী দুর্নীতিতে জড়িত। তবে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের মধ্যে দুর্নীতির প্রবণতা সবচেয়ে বেশী দেখা যায়।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট

টিআইবি'র পক্ষ থেকে মঙ্গলবার চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব মিলনায়তনে জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের 'করাপশন ডাটাবেজ রিপোর্ট ২০০২' প্রকাশ করা হয়। টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ সাংবাদিকদের কাছে ২০০১ সালের দুর্নীতির তথ্যভান্ডার রিপোর্ট তৈরীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এতে বলা হয়, দুর্নীতি তথ্যের উৎস হিসেবে ৬টি আঞ্চলিক ও ২৩টি জাতীয় পত্রিকার এক বছরে প্রকাশিত (২য় পৃষ্ঠায় ৭-এর কঃ দ্রঃ)

প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা

(প্রথম পৃঃ পর)

রিপোর্টগুলো সংগ্রহ করে খাত অনুযায়ী আলাদা করা হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টের সত্যতা নিয়ে অনেকে সন্দেহ পোষণ করায় টিআইবি প্রকাশিত রিপোর্টে শতকরা ১০ ভাগ নমুনা হিসেবে বাছাই করে সত্যতা যাচাই করেছে। সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, রিপোর্টার তার রিপোর্টকে ১০০ ভাগ সত্য বলে উল্লেখ করেছেন। সংশ্লিষ্ট অফিসের মতে, শতকরা ৫২ ভাগ সত্য; কিন্তু অফিস তাদের বক্তব্যের পক্ষে শতকরা ৯৯ ভাগ ক্ষেত্রে ডকুমেন্ট দেখাতে পারেনি। এছাড়া তৃতীয় ব্যক্তির মতে প্রকাশিত রিপোর্ট শতকরা ১০০ ভাগ সত্য এবং প্রত্যক্ষদর্শীর মতে প্রকাশিত রিপোর্ট ৮৯ ভাগ সত্য।

টিআইবি গবেষণা কালে ২০০১ সালকে জানুয়ারী-জুন, জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর-এ তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। ২০০১ সালে ২৩টি দৈনিকে প্রকাশিত রিপোর্টের সংখ্যা ২ হাজার ৫৭০টি। অথচ ২০০০ সালে এমন ঘটনার সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ২৮৩টি। ২০০১ সালের জানুয়ারী-জুন মাসে ১ হাজার ৫১৪টি, পরবর্তী তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ৪৪২টি এবং শেষ তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ৬১৪টি। টিআইবি'র গবেষণাকালে ২০০১ সালের জানুয়ারী-জুন মাসে প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তাদের ৪১৪টি দুর্নীতি পাওয়া যায়। টিআইবি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার উপর মোট ৩৮৫টি দুর্নীতির ঘটনা মূল্যায়ন করেছে। গবেষণাকালের প্রথম ... পুলিশের ২২৭টি, ... তিন মাসে ... পায়। প্রাপ্ত ... অপব্যবহার ... যথাক্রমে ... ৫ ভাগ ... ঘুষ ... ঘটনাও ... দেখা যায়, ... প্রথম ধাপে ... ২৮ ভাগ ... প্রদর্শনপূর্বক ... শতকরা ১৩ ... শিক্ষা ... বিদ্যালয়, ... অফিসসমূহ, ... ও উন্মুক্ত ... বোর্ড, ... এবং ... শিক্ষা ... প্রকাশিত ... ৭ ভাগ। ... জুন ... জুলাই- ... ডিসেম্বরে ... মধ্যে ... অধিক ... ৬৯, ... কার ... যায়, ... হয়ে ... পিলে ... ৩০/২৫ ... পিলের ... ৯৫৫৫৭০৫ ... ফোন ... ফিরে পাবার ... TOWN ... ৩ ... ১৩ ... ১৩ ... ১